শ্রীভারত লক্ষ্মীর
নিবেদন !
মীরাবাঈ

সংগঠনে—

কাহিনী – পণ্ডিত ভূষণের মীরাবাঈ অবলম্বনে।
সংলাপ—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি।
গীতিকার—শৈলেন রায়,
প্রঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি।
সুরযোজনা—৺শৈলেশ দত্তগুপ্ত,
শৈলেশ রায়।
চিত্রশিল্পী—বিভূতি দাস।
শব্দশিল্পী—ক্ষেত্র ভট্টাচার্য।
ব্যবস্থাপনা—সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত।
শিল্পনির্দ্দেশনা—ঈশ্বরপ্রসাদ।
সম্পাদনা—সুধীন্দ্র পাল।
স্থির-চিত্র—কৃষ্ণ পাইন।
রূপসজ্জা—ত্রিলোচন পাল।
প্রচার সচিব—বিধুভূষণ ব্যানার্জী।

সহকারী—

পরিচালনায়—নির্ম্মল তালুকদার,
বিজয়ভূষণ, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
আলোকচিত্র—কালি বন্দ্যোপাধ্যায়,
মদন ও হিরণ্ময় বসু।
শব্দশিল্পে—মহম্মদ ইয়াসিন,
শ্যামল চক্রবর্তী।
সম্পাদনায়—বিভাষ চক্রবর্তী;
ব্যবস্থাপনায়—অজিত সেন,
প্রমোদ রায় চৌধুরী।
আলোক সম্পাদনায়—মহম্মদ শুদ্ধা।
কারুশিল্পে—সন্তোষী মিস্ত্রি।
রূপসজ্জায়—দেবী হালদার।

চিত্র পরিস্ফুটনে—

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ্।

আবহসঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।

ভূমিকায়—

শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, মেনকা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী, শ্যামলী চক্রবর্তী, অনুশীলা, কুমারী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী প্রণতি দাস, সুভদ্রা দেবী।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, নিতীশ মুখার্জি, অজিত প্রকাশ, মিহির ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, নবগোপাল লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী, শিবু মুখোপাধ্যায়, প্রভাতভূষণ, দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ভবতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, নীরেন ভাদুড়ী, দিলীপ বোস এবং আরও অনেকে।

কণ্ঠসঙ্গীতে—

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী দাস, রমা দেবী, অঞ্জুশ্রী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, তরুণ ব্যানার্জী, প্রভাতভূষণ, মৃণাল চক্রবর্তী, সুকুমার মিত্র, বিজয়ভূষণ ও আরও অনেকে।

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিচালনায়ঃ গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশকঃ

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোনঃ ২৩-৩৮১০

কাহিনী

বিশ্ব-মাতৃত্বের পাদপীঠে পরম শ্রদ্ধাসহকারে উৎসর্গীকৃত হইল…

দুঃখে সুখে বেদনার বন্ধুর জীবনে
তোমার অমৃতদৃষ্টি স্নেহের সিঞ্চনে
বিকশিত করো বারংবার,
হে জননী তব শুভ্র কমল চরণে
লহো দীন সন্তানের, দীন নমস্কার।

—০—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীণাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।

লীলাভূমি বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের নরনারী, পশুপক্ষী কৃষ্ণ নাম-গানে বিভোর। প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে বিরহিণী এক গোপিণী দেহান্তে মেবারের এক রাজপুত কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তিনিই হলেন ভারত-বন্দিতা মীরাবাঈ।

শিশুকালে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী রুইদাসের সঙ্গে মীরার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর কাছে মীরা দেখতে পান তাঁর তপস্যার ধন গিরিধারী গোপালকে। সেই গোপালের মূর্তি গ্রহণ করে মীরা তাঁরই চরণে উৎসর্গ করেন নিজের তনু-মন-প্রাণ।

একদিন এক বিবাহের উৎসব চলেছিল রাজপথ দিয়ে। বালিকা মীরা মাকে জিজ্ঞেস করল, 'বিয়েতে এত ঘটা হয় মা?' মা অমনি বললেন, 'তোর বিয়েতে এর চেয়েও অনেক বেশী হবে মা'।

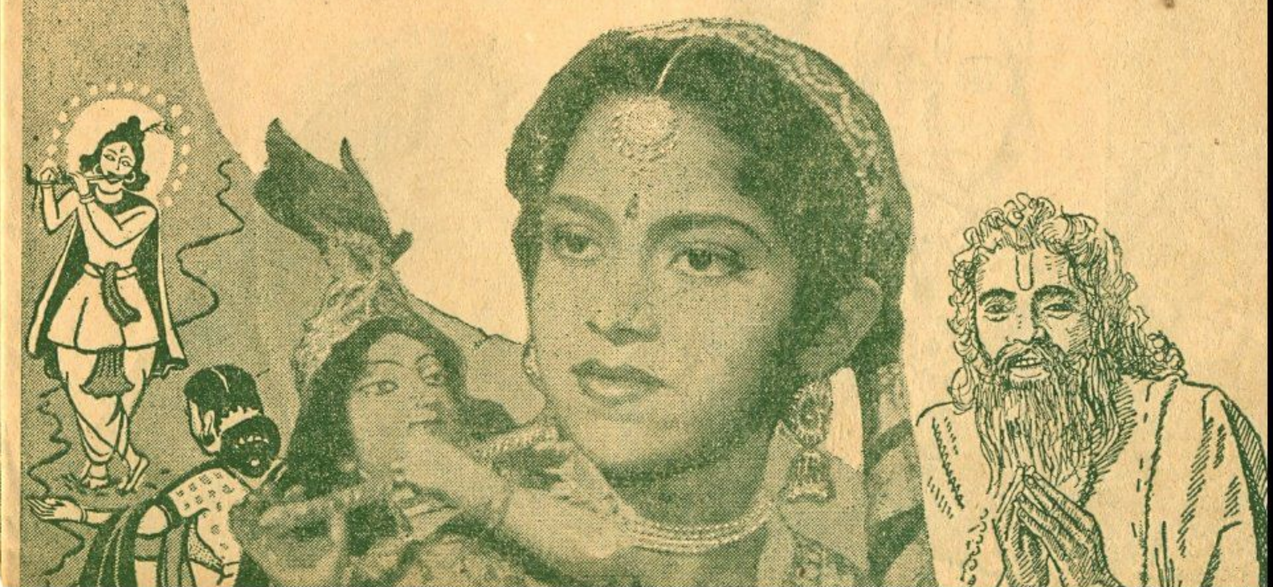

বালিকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বর কে হবে মা ?'

মা হেসে বললেন, 'তুই বড় হলে গিরিধারী গোপালের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব।'

দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর কেটে গেল। শশিকলার মত বালিকা মীরাও যৌবনপ্রাপ্তা হলেন। চিতোরের মহারাণা ভোজের সঙ্গে পিতা মাতা স্থির করলেন তাঁর বিবাহ। কিন্তু মীরা কেমন করে তাঁকে বিবাহ করবেন! গিরিধারী গোপালকেই যে তিনি জীবন-স্বামী বলে বরণ করে নিয়েছেন। মা চোখের জল মুছে মীরাকে সংসার ধর্ম বুঝিয়ে দিলেন। তখন মীরা মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ভেবে গিরিধারী গোপালের অনুমতি নিয়ে মহারাণা ভোজের কণ্ঠে মাল্যদান করলেন। তারপর চিরসাথী গিরিধারী গোপালের মূর্তিটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন স্বামীগৃহে। পতিগৃহেও মীরা মত্ত রইলেন গিরিধারী গোপালের সেবায়। যাঁর অন্তরে নিত্য নারায়ণ বিরাজ করছেন, পার্থিব ভোগসুখে তিনি কিরূপেই বা লিপ্ত হতে পারেন? এই নিয়ে অনেক উপহাস, অনেক কটূক্তি তাঁকে শুনতে হল। মহারাণা ভোজও প্রথমে তাঁর প্রতি রুষ্ট হলেন, কিন্তু যখন জানলেন মীরাকে পেতে গেলেই গিরিধারী গোপালকে লাভ করতে হবে, তখন তিনি মীরার কাছে কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষিত হয়ে গিরিধারী

গোপালের জন্য এক মন্দির নির্মাণ করলেন। কিন্তু এইসব নিয়ে রাজপরিবারের কেউ মীরার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজভ্রাতা রাণা বিক্রম, ভগ্নী উদাবাঈ, মহামন্ত্রী প্রভৃতিও এই নিয়ে প্রকাশ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন! এই বিরোধের মাঝে মহারাণার দেহ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে এল। এমনিভাবে অপরিণত বয়সে মহারাণা দেহরক্ষা করলেন। এদিকে ভ্রাতার মৃত্যুর পর রাণা বিক্রম হলেন চিতোরের অধীশ্বর। মহারাণা হয়ে তাঁর প্রথম কাজ হল মীরার কৃষ্ণ ভক্তিকে চূর্ণ করা। মহারাণা এবং উদাবাঈ-এর আদেশ প্রচারিত হল—কোন পূজার্থী প্রবেশ করতে পারবে না মীরার মন্দিরে। কিন্তু রাজার আদেশের চেয়ে শ্রীভগবানের ডাকই যে ভক্তের কাছে অনেক বেশী কাম্য, তাই দলে দলে ভক্ত প্রজা মন্দিরে এসে যোগ দিল কৃষ্ণ নাম গানে।

এবার মীরার নির্যাতন হল সীমাহীন। তাঁকে সংহারের জন্য পাঠান হল তীব্র হলাহল এবং বিষধর সর্প। কিন্তু কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যে গরল হল অমৃত, আর বিষধর সর্প হল পুষ্প মালা; কাল-ঘরে শত শত কালভুজঙ্গ কৃষ্ণনামের মন্ত্রে শান্ত হয়ে গেল।

এইভাবে গিরিধারী গোপালের অপূর্ব লীলা দর্শন করে রাজভগ্নী উদাবাঈ-এর এল পরিবর্তন। কিন্তু রাণার বিরোধিতায় তিনি কোন কিছু করতে সমর্থ হলেন না। অবশেষে মহারাণা বিক্রম যখন গোলার আঘাতে ধ্বংস করতে চাইলেন মন্দির, তখন নির্বাসিতা মীরা গিরিধারী গোপালের মূর্তিকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন। রাজরাণী হলেন পথচারী। অবশেষে মীরা এলেন বৃন্দাবনে। সেখানে দেখা হল পরম ভক্ত গোস্বামীজীর সঙ্গে। প্রথমে তিনি নারীকে দর্শনদানে অস্বীকৃত হলেও পুণ্যবতী মীরার প্রভাবে তাঁর সমস্ত সংস্কার দূর হয়ে গেল।

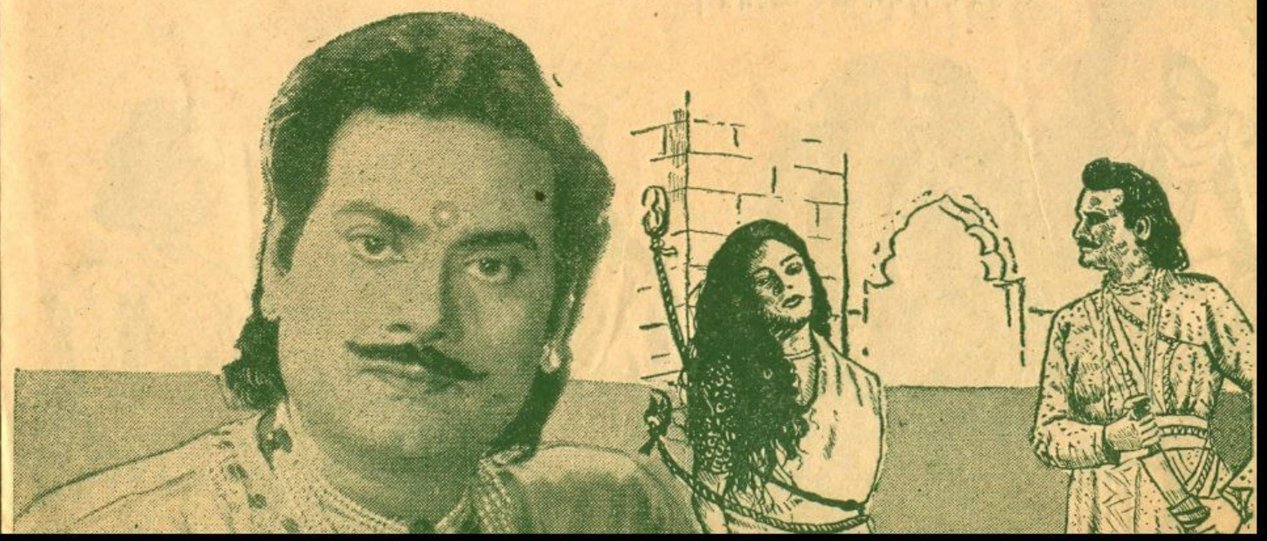

ভক্তভূমি বৃন্দাবনে মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল গুরু রুইদাসের। তাঁরই আদেশে মীরা প্রতিষ্ঠা করলেন গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ। সেখানে গুরুশিষ্যা এবং সমস্ত ভক্তজন মিলে কৃষ্ণ নাম গানে বিভোর হয়ে রইলেন। এদিকে মীরার চিতোর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শুরু হল মহারাণার প্রজা পীড়ন ও নানাবিধ ধ্বংসলীলা। তার ফলে রাজ্য-জুড়ে চললো ভূমিকম্প, মহামারী, দুর্ভিক্ষের হাহাকার। বিধাতার কোপানলে পড়ল সমস্ত মেবার। রাণা এতদিনে বিবেকের দংশন অনুভব করলেন। কিন্তু কোন মুখে তিনি আজ যাবেন মীরাকে ফিরিয়ে আনতে! অনুতাপে দগ্ধ হয়ে মন্ত্রী ও উদাবাঈ রাজ্যের প্রজাকুলকে নিয়ে চললেন চিতোরের কল্যাণরূপিণী দেবী মীরাকে যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনতে।

এবার শুরু হল মীরার সত্যকার পরীক্ষা। একদিকে রাজ্যের অনুতপ্ত প্রজাকুলের আকুল আহ্বান, অন্যদিকে জীবন মরণের সঙ্গী গিরিধারী গোপাল। কোনপথে যাবেন ভক্তিমতী মীরা? এ যে ভক্তের কাছে ভগবানের পরীক্ষা। কিন্তু যিনি ভক্তের কাছে কঠিন পরীক্ষা হয়ে আসেন, তিনিই যে দান করেন তার উত্তর। তাই গিরিধারী গোপালের মন্দিরে মীরা প্রবেশ করলেন এই প্রশ্নের মীমাংসার আশায়। বাহিরে অপেক্ষা করে রইল উৎকণ্ঠিত জনতা। কি হল এর সমাধান? ভক্তিমতী মীরা তাঁর জন্মজন্মান্তরের ধন গিরিধারী গোপালের কাছে কি উত্তর পেলেন এই প্রশ্নের?

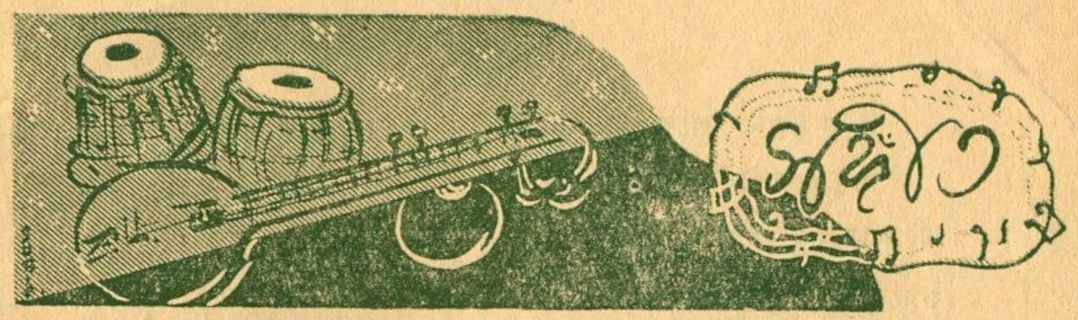

(১)

শুন শুন এক গোপ নন্দিনীর
সুন্দর কথা শোনাই।
দ্বাপর যুগেতে সখি আইলরে মধুমাস
রসের ঝরণা ঝরে যায়
বৃন্দাবনে সখি বংশীবটের মূলে
লীলা রাস রচে কানুরায়।
অনুরাগে দুলে দুলে যমুনা বহিয়া চলে
কল কল উঠে গান গাহি
কোকিলা সে কুহু গায়
ময়ূরী নাচিয়া যায়
মধুরসে মগন সবাই।
(সুন্দর···)
রসের নাগর কালা গোপীর গলার মালা
মন সুখে বাঁশরী বাজায়
প্রেম-পাগলিনী হয়ে নেচে নেচে
গোপী এক
ভেসে যায় নীল যমুনায়।
কৃষ্ণ-প্রেমের ব্যথা ভুলিতে
নারিল সে যে
ধরণীতে এল ফিরে তাই—
রাজপুত কুল শোভা কানু অনুরাগিণী
সেই সখি হলো মীরাবাঈ।

(২)

জনম জনম ধরি কর্ম কারণে
সবাই আসে সব যায় ভাইরে।
হরিশ্চন্দ্র বলী রাম যুধিষ্ঠির
সীতা দ্রৌপদী তারা
কর্ম ভোগ ফল সবাই পেলোরে
তবেই পেলো ভাই ছাড়া
কাল ফুরালে কর্মগুণে সব
আপনি আপন ফল পায় ভাইরে
(সবাই...)
কর্মদোষে ভাই সতী অহল্যা
হয়েছিল পাষাণ
কর্ম গুণে কোন্ দস্যু রত্নাকর
গাহে রাম গুণ গান
কর্ম ফলে পেলো অসুর গয়াসুর
হরিপদ পল্লব ছায় ভাইরে
(সবাই···)

(৩)

আমি নাচ্‌বো নাচ্‌বো নাচ্‌বো রে
গিরিধারী সাথে নাচ্‌বো
বনমালী গিরিধারী,
গিরিধারী সাথে নাচ্‌বো।

ময়ূর মুকুট শিরে মোর নটবর
অমৃত রূপরুচি শ্যাম বেণুধর
মধুর নূপুর রোলে পাগল হয়েছি মাগো
চরণে শরণ নিয়ে জাগব
নীল নলিন দুটী উজ্জ্বল নয়ন (আমি···)
চকিতে চাহিতে যেন হরে নিল মন
কোটী চন্দ্র ভানু নখরে লুটায় তার
শ্যাম অনুরাগে আমি রাঙবো
(আমি···)

(৪)

সখি শিশুকালে মোরে বিবাহের
ডোরে
বেঁধে গেছে গিরিধারী (আমায়)
(আমার) পরাণের মাঝে নিয়ত বিরাজে
চরণ পদ্ম তাঁরি (বেঁধে)
চিত নন্দন শ্যামল কিশোর
আমার জীবন স্বামী
গিরিধারী বিনা অন্যে ভজিলে
দ্বিচারিণী হব আমি ;

প্রিয় বলে শ্যাম বুকে তুলে নিছি
আর কি ছাড়িতে পারি,
(বেঁধে···)

(৫)

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুস্‌রা ন কোঈ (রে প্রভু)
যাকে শির মৌর মুকুট
মেরা পতি সোঈ। (মেরেতো)
অঁসুয়ন্ জল সিঁচ সিঁচ প্রেম বেল বোঈ
অব্‌তো বেল ফৈল গয়ী
অমৃত ফল হোঈ (মেরেতো)
সন্তন্ সঙ্গ্ বৈঠ্ বৈঠ্ লোক লাজ খোঈ
তাত মাত ভাই বন্ধু
আপ্‌না নেহি কোঈ (মেরেতো)
ম্যায় তো আয়ী ভক্তি জান
জগৎ দেখ রোঈ
মীরাকে গিরিধর গোপাল
হোনী হো সো হোঈ (মেরেতো)

(৬)

মহানে চাকর রাখোজী
প্রভুজী মহানে চাকর রাখোজী
চাকর রহকে বাগ্ রাগাওয়াঁ
নিত্ উঠ্ দরশন পাওয়াঁ
বৃন্দাবন কী কুঞ্জ গলীমেঁ
তেরী লীলা গাওয়াঁ (মহানে···)
উঁচে উঁচে ম্যহল বনাউঁ
বিচ্ বিচ্ রাখুঁ বারী
শ্যামসুন্দরকে দরশন পাউঁ
পল পল যাউঁ উয়ারী (মহানে···)
মীরাকে প্রভু গহর গম্ভীরা
হৃদয় রহোজী ধীরা (মীরা মীরা)
আধীরাত প্রভু দরশন দীজো
প্রেম নদীকে তীরা (মহানে···)

(৭)

আমি গিরিধারী আগে নাচিব
নাচি নাচি মনমোহনে মজাইব
প্রেমের নূপুর পায়ে বাঁধিব
লোক লাজ ভয় কুল মর্যাদা
কোন বাধা নাহি
আমি মানিব
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর
রাঙা চরণে চিত রাখিব (আমি)

(৮)

যোগী যোগী যেওনা যেওনা যেওনা যোগী
পায়ে পড়ি আমি তোমারি (যোগী)
প্রেমভক্তির পথ অতি দুর্গম
সেই পথ মোরে বলে দাও (যোগী)
অগুরু চন্দনেরি চিতা রচি আমি
আপনি হাতে জ্বেলে দাও
(যোগী যেওনা···)
দেহখানি পুড়ে মোর হয়ে
যাবে ছাই
অঙ্গেতে তাই মেখে নাও যোগী
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর
জ্যোতিতে জ্যোতি মিলাও যোগী ;

(৯)

মীরা দাসী তব জনম জনম ধরি
রাখো প্রভু মোরে রাঙা পায়
তব দরশন বিনা মুরলী মনোহর
জনম বিফল হয়ে যায়
চল মন প্রেম যমুনারি তীর
যমুনা তটে শ্যাম মুরলী বাজায়
তনুমন হয়েছে অধীর (চল মন)
ময়ূর মুকুট মকরাকৃতি কুণ্ডল
শ্যামল তনু ঘিরি লাবনী ঢল ঢল

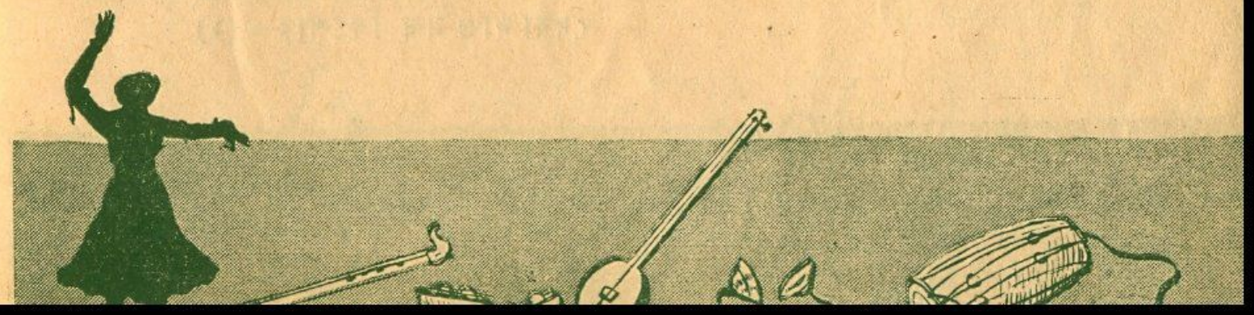

চরণেতে বাজে মঞ্জীর (চল মন)
ছল ছল নিরমল বহে যমুনা জল
গৃহে গোপীকুল হয়েছে চঞ্চল,
দিবস রজনী মোর হলো প্রভু ভার
তোমা বিনা মিছে হলো সব সংসার
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর
আঁখি ঝরে শাওণের নীর (চল মন)

(১০)

যাঁরাই আসে প্রভু জীবন ব'য়ে
তাঁরাই আসে সব মরণ লয়ে
চরণামৃত তব খেয়ে মরিলে
মীরার জনম প্রভু সফল হয়

(১১)

যুগ যুগ ধরি আমি ভক্তেরি ভগবান
ভক্তের কাছে মোর বাঁধা আছে
এ পরাণ।
প্রহ্লাদ ডাকে মোরে গজরাজ পদতলে
গহন কাননে ধ্রুব ডাকে মোরে
আঁখি জলে
আকুলা শবরী ডাকে পতিত পাবন রাম
নিঃস্ব পাঞ্চালী ডাকে এস সখা
ঘনশ্যাম (ভক্তেরি)
ভক্তের দাস আমি ভক্তেরি অনুগত
ভক্তির ডোরে আমি বাঁধা আছি নিয়ত
চরণামৃত বলি মীরা করি বিষপান
ভক্তির ডোরে মোর বেঁধে নিল
এ পরাণ (ভক্তেরি)

(১২)

বল হরি ওম্ বল হরি ওম্
কৃষ্ণকৃষ্ণ নাম গাহরে
কৃষ্ণ নাম সে জীবন অমৃত
নিশিদিন কর সবে পানরে (কৃষ্ণ)
মিছে মায়া মিছে কায়া মিছে সব
সংসার রে
অনাথের নাথ ভজ মন তাঁরে
জুড়াবে অন্তর দাহরে (কৃষ্ণ)
কৃষ্ণনাম সে ভবভয় মোচন
কৃষ্ণনাম পাপতাপ হরে (কৃষ্ণ)
মিছে আসা মিছে যাওয়া মিছেরে
ভালবাসা
দয়ার সাগর গিরিধারী নাগর
তাঁরি প্রেম মন চাহরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ হরে।

(১৩)

তৃষিত নয়ন চাহে তব দরশন
চারিদিকে আঁখি খুঁজে মোর
আকুল হয়েছে মন, চাহে শুধু অনুখণ
দেখা দাও নন্দ কিশোর—(২)

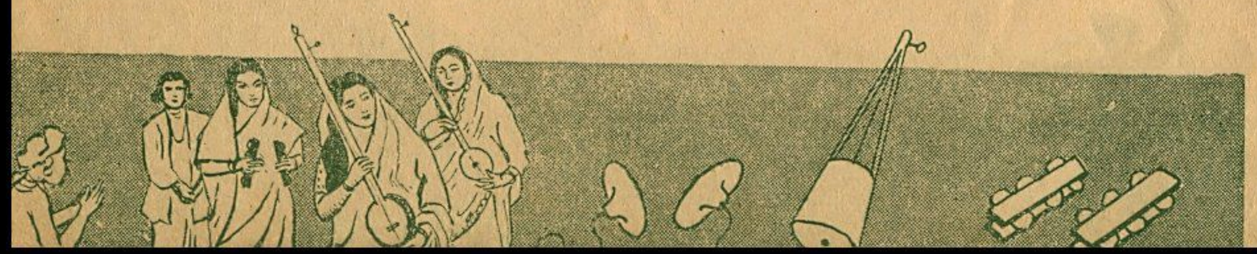

(১৪)

নটবর শ্যামবিহারী, গিরিধারী বনওয়ারী
মনমোহন কৃষ্ণমুরারী—(নটবর)
ব্রজধর বেণুধর মুখরুচি সুন্দর
শঙ্খচক্রধর গদাপদ্মধর
ভকতবৎসল করুণাসাগর
চিতরঞ্জনকারী (গিরিধারী)
কৃষ্ণনাম ভজ সাঁঝ সকালে
কৃষ্ণনাম প্রাণে সুধারস ঢালে
ভজরে নিতি মন নন্দ গোপালে
মোহন মুরতি মনোহারী (গিরিধারী)
গোপীজন বল্লভ শ্রীমধুসূদন
কালীয়দমন, পুতনা তারণ
অসুরনিসূদন কংস বিনাশন
বলীর দর্পবলহারী (গিরিধারী)

(১৫)

ধূলার ধরণীতে শোনোরে মানুষ ভাই
মিছে তোর কাঞ্চন কায়া
ভুলের ভুবনে আছিস জড়ায়ে তুই
সংসার স্বপ্ন মায়া,

(১৬)

ভর পিচ্‌কারী প্রেম কী মাঁরে
ভক্তি ভাওকা শুভ রঙ্গ ডারে
লাল গুলাল উড়ায়েঁ
বংশী বটপর ঝুলা ঝুলেঁ
প্রেম রাগমে সুধ বুধ ভুলেঁ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গুণ গায়েঁ।

(১৭)

পরম শান্তি কৃষ্ণকান্তি তমাল বরণ শ্যাম
নীলোৎপল মুখ মণ্ডল নয়নের অভিরাম
শিয়রে মুকুটাভরণ পদ্ম পলাশ অরুণ
অধর শোভন বেণু মুখরিত
অনাহত রাধানাম।
তোমারি চরণে দিও ঠাঁই
প্রিয় নন্দকিশোর
নন্দকিশোর আনন্দকিশোর
(তোমারি···)
চাহি না এ ধনজন চাহি না আভরণ
চাহি তব দরশন চাহি রাঙা শ্রীচরণ
মিনতি আমার এই নন্দনন্দন
চরণ কমল যেন পাই (প্রিয়···)
রাধারমণ তুমি শ্রীমধুসূদন
কালীয়দমন প্রভু দেবকী নন্দন
দীনবন্ধু প্রভু করুণাসাগর
কৃপাসিন্ধু তুমি সর্বগুণাকর
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর
চরণে শরণ মাগি তাই
(প্রিয় তোমারি)

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

পরবর্তী আকর্ষণ

গীতিবহুল কথাচিত্র

ভক্ত সুরদাস

(বিল্ব মঙ্গল)

★

পৌরাণিক কথাচিত্র

কারাগার

মুদ্রণ ঃ ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, কলিকাতা-৭